ISSN 2319 – 8389, Vol : 38, Issue : 38

KHOAI
UGC Approved & Reviewed Journal
Art and Humanities
Tri-Annual Journal

খোয়াই

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক সংকলন

সম্পাদক

কিশোর ভট্টাচার্য

TURKU HANSDA LAPSA HEMRAM MAHAVIDYALA
MADIAN
P.O.-Gonpur
Dist.-Birbhum
Pin-731216
Estd-2006

সংখ্যা ৩৮ : ২৫ বৈশাখ ১৪২৭ (May, 2020)

শান্তিনিকেতন

Teacher-in-charge
THLH Mahavidyalay
Madian, Mallarpur, Gonpur
Birbhum, Pin- 731216, W.B.

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		
বাংলা খেয়াল গানের ইতিকথা : পরিচয়, সংগ্রাম এবং প্রতিষ্ঠা	সমর্পিতা চ্যাটার্জী (মুখার্জী)	১
শিক্ষার জগতে বেগম রোকেয়া : একটি আলোচনা	অঞ্জনা চৌধুরী	৬
মরমিয়া সাধক শিখগুরু নানকের প্রসঙ্গকথা	ডঃ তৃষ্ণা ব্যানার্জী	৯
কিশোর-সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় সংকট : পারস্পরিক সম্পর্ক	সঞ্জীব মান্না	১৬
মধুময় পৃথিবীর ধূলি	রেবা দাস	৩৮
IMPACT OF RIPARIAN BRICK FIELD AND RIVER SAND LIFTING ON RIVERINE ENVIRONMENT OF KOPAI RIVER BASIN, EASTERN INDIA : A CASE STUDY	Tanmoy Das	৪১
SOME TEMPLE ARCHITECTURE OF BIRBHUM DISTRICT	Narugopal Kaibarta	৫০
বিস্মৃতির অতলে স্ফুলিঙ্গ : সাবিত্রী রায় ও তাঁর উপন্যাস	ড. সঞ্জয় কুমার ঘোষ	৫৫
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে	ইন্দ্রজিৎ ঘোষ	৬১
'দেনাপাওনা'— যথার্থ উত্তরসূরী 'সামান্য অনুরোধ'	সুলতা হালদার	৭০
কবি ও গান	অভিজিৎ বিশ্বাস	৭৪
দেরী	চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	৭৫
'গভীর জীবনবোধ ও বনফুলের ছোটোগল্প'	কৃষ্ণ দাস	৭৬
ইকোক্রিটিসিজম ও রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী' : একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ	প্রাপ্তি চক্রবর্তী	৮১
সুন্দরবনের প্রবাহমান জীবন অন্বেষায় : শক্তিপদ রাজগুরুর 'চর হাসিল'	শ্রাবন্তী রায়	৯০
উনিশ শতকে ঠাকুরবাড়ির স্ত্রীশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা	ড. সনৎ ভট্টাচার্য	৯৩
লেখক পরিচিতি		৯৭

TURKU HANSDA-LAPSA HEMRAM MAHAVIDYALA
MADIAN
P.O.-Gonpur
Dist.-Birbhum
Pin-731216
Estd-2006

Dr Suman Mukherjee
Teacher-in-Charge
Turku Hansda Lapsa Hemram Mahavidyalay
Mallarpur, Birbhum- 731216

মধুময় পৃথিবীর ধূলি

রেবা দাস

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি। বিশ্বজগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আলোর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপ পেয়েছে কবির সমগ্র সাহিত্য জীবনে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র এই মর্ত্য-পৃথিবীর প্রতি একনিষ্ঠ আন্তরিক ভালবাসা। কীভাবে তা এল? জোড়াসাঁকোর ছাদের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ পাশের বাড়ির দেয়ালগুলী পর্যন্ত সুন্দব হয়ে উঠেছিল কবির চোখে। সেদিন থেকে সংসারের তুচ্ছতার আবরণ সব যেন সরে গিয়েছিল। আমার আমি সরিয়ে দিতে না পারলে এই জগৎকে যেন যথার্থ দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কবির তাই মনে হল, সন্ধ্যার অন্ধকারে যতই মুছে যায় আমার অমি টুকু, ততই তার নিজস্বতা নিয়ে জেগে উঠতে থাকে বাইরের জগৎটা। আর তখনি তার পরিপূর্ণ স্বরূপ দেখা যায়, সুন্দর তথা মধুর মনে হতে থাকে এ জগৎ। কবির বর্ণনায়—'আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়ে মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম .... বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,/জগৎ আসি

সেথা করিছে কোলাকুলি। ইহা কবি কল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।''[১] কবি মনের এই চেতনা বিস্তারিত রূপে ধরা পড়ল ছিন্নপত্রের একাধিক পত্রে। এই পার্থিব ভালবাসার কাছে স্বর্গ সুখও কবির কাছে হীন মনে হয়েছে। ছিন্নপত্রের চৌষট্টি নম্বর পত্রে কবি বলেছেন—''এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম—যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত—আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম—তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। .... যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ বৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শষ্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত করে কাঁপছে।''[২] এই বহুদিনকার পৃথিবীর সহ্গে কবির যেন আন্তরিক আত্মীয়তার ভাব রয়েছে। বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গাঘাত প্রতি মুহূর্তে কবি চিত্তকে স্পর্শ করছে, এবং তার ফলে যে বিচিত্র অনুভূতি জন্মলাভ করছে, কবি তাকেই বাণীরূপ দান করছেন—এই বণীই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনের ইতিহাস। সম-সাময়িক কালে লেখা ''মানসী' (১২৯৪-১২৯৭) কাব্যের 'জীবন মধ্যাহ্ন' কবিতায়—''জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে/আনিতেছে জীবন লহরী/ বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে/ মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।'' এই আনন্দধ্বনি সার্থকচা লাভ করল ''সোনারতরী'', ''চিত্রা'' ও ''চৈতালী''তে। মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ, গভীর সহানুভূতি ও বিশ্বাত্মাবোধের আকৃতিতে সৃষ্টির অতি তুচ্ছতম জিনিষও কবির দৃষ্টি এড়াচ্ছে না, সব কিছুই তাঁর চোখে মধুর; প্রেম ও সৌন্দর্যময় হয়ে [illegible]

Dr Suman Mukherjee
Teacher-in-Charge
Turku Hansda Lapsa Hemram Mahavidyalay
Mallarpur, Birbhum- 731216

TURKU HANSDA-LAPSA HEMRAM MAHAVIDYALAYA
MADIAN
P.O.-Gonpur
Dist.-Birbhum
Pin-731216
Estd-2006

Dust of the Sweet Earth

Reba Das

Rabindranath is the Poet of the world. In the literary life of the poet, the strange pattern of the world's taste-smell-touch-light has become a spiritual experience in the daily schedule. From 'Sandhya Sangeet' to 'Sheslekha', the main link in the diversity of themes in all of Rabindranath's poems is this devotional love for the world. How did it come about? One evening, even the walls of the adjacent house suddenly became beautiful in the eyes of the poet. From that day, the veil of insignificance of the world was removed. If I can't remove my self, then this world cannot be seen in the right way. Kabir felt that the more my part of me disappears in the darkness of the evening, the more the outside world wakes up with its own identity. And then its full form is seen, the world becomes beautiful and sweet. In the description of the poet - 'I used to stand on the balcony, the movements of the laborers walking along the road, their body structure, their faces seemed to be a great surprise to me. Everyone is like a wave on the ocean. From my childhood, I was able to see only with my eyes, today I started to see with all my consciousness, a friend laughing with a friend, a mother nursing a child, a cow standing next to a cow and licking its body, the infinite immensity that lies between them. My mind ached with surprise.

That's what Kolakuli is doing. This is not an exaggeration of the poet's imagination. In fact, I did not have the strength to express what I felt." This consciousness of the poet's mind was captured in detail in several pages of the fragment. Even the happiness of heaven seemed inferior to this earthly love. In the sixty-fourth page of the fragment, the poet said - "Once upon a time when I I was one with this world— when the green grass rose above me, the autumn light fell, the fragrant heat of youth rose from every pore of my far-spreading green ass in the sunbeams—how far, how far and how far and wide the waters of the school mountains and the bright sky were. Lying quietly below—then in the autumn sunlight a joy, a life-force, so inexpressible half-conscious and so great, would pervade my great whole body, so as to remember a little. It is as if this current of my consciousness is flowing slowly through every grass and root of the earth—all the fields are trembling with thrill." It is as if the poet has a sincere kinship with this eternal world. |

Dr Suman Mukherjee
Teacher-in-Charge
Turku Hansda Lapsa Hemram Mahavidyalay
Mallarpur, Birbhum- 731216

TURKU HANSDA-LAPSA HEMRAM MAHAVIDYALAYA
ESTD-2006
MADIAN
P.O.-Gonpur
Dist.-Birbhum
Pin-731216